প্রসঙ্গ অনুমান

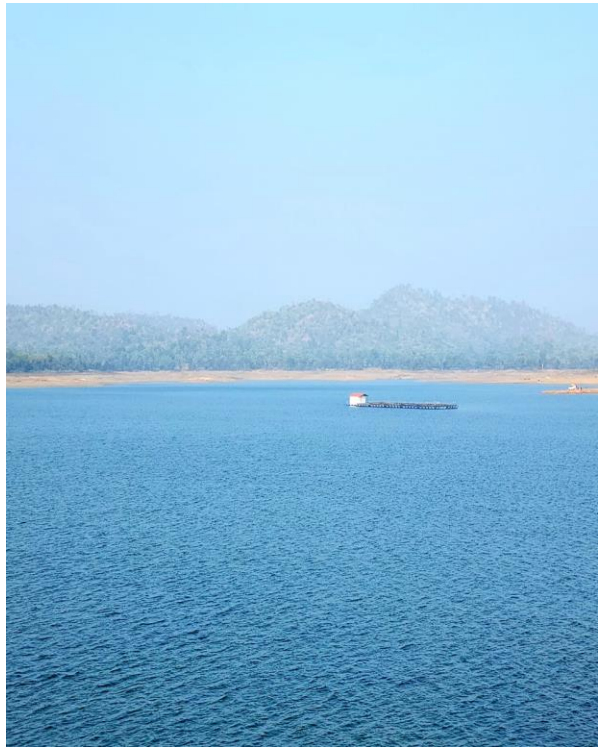

বৌদ্ধ শূন্যবাদী দার্শনিক
নাগার্জুন এই মত
প্রবর্তন করেন

নাগার্জুনের তত্ত্ব বৌদ্ধ প্রমাণব্যবস্থার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত

- প্রমাণসংখ্যা বিষয়ক নীতি দু প্রকার
- ১ . প্রমাণসংপ্লব
- ২ . প্রমাণব্যবস্থা

ভারতীয় দর্শন এর কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে, কোন বস্তু একাধিক প্রমাণগ্রাহ্য

বৌদ্ধদর্শনের স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তারা বলেন, কোন বস্তু একটিমাত্র প্রমাণগম্য

প্রমাণব্যবস্থার নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বস্তুর দুটি রূপ স্বীকার করা হয়েছে

- ক–স্বলক্ষণ
- খ– সামান্যলক্ষণ
- স্বলক্ষণের বিষয় পরমার্থত সৎ ,কিন্তু সামান্যলক্ষণের বিষয় হলো সংবৃতি সৎ। বৌদ্ধরা বলেন,বস্তুর অসাধারণ আর নিজস্ব রূপ তার স্বলক্ষণ।এটি বস্তুর নিজস্ব রূপ।একে বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ বলা হয়।
- অন্যদিকে সামান্যলক্ষণের অর্থক্রিয়াসামর্থ্য নেই।এটি বস্তুর বিকল্প রূপের প্রকাশ।

প্রত্যক্ষের বিষয় স্বলক্ষণ আর অনুমানের বিষয় সামান্যলক্ষণ

- বৌদ্ধদর্শন মতে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বস্তুজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর নাম রূপ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে বস্তুর সামান্যলক্ষণ রূপটি জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়।অনুমানের বিষয় বস্তুর এই রূপটিই।
- বৌদ্ধমতে, জ্ঞানই প্রমাণ।
- আচার্য ধর্মকীর্তি বলেন, কোন পদার্থের একটি ধর্ম বা লিঙ্গের সঙ্গে অন্বয় এবং ব্যতিরেক সম্বন্ধের ফলে অন্য একটি পদার্থের উক্ত ধর্মের আশ্রয়ীকৃত ধর্মীতে যে জ্ঞান, তাই অনুমান

শূন্যবাদী নাগার্জুন প্রসঙ্গ অনুমান আলোচনা করেছেন

- মূলমধ্যমকশাস্ত্রে তিনি এক বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। ভারতীয় যুক্তিবিদ্যার এই পদ্ধতি তাঁর আবিষ্কার না হলেও তিনি প্রাচীন এই পদ্ধতিকে সর্বসমক্ষে এনেছেন।এই পদ্ধতির নাম চতুষ্কোটি পদ্ধতি।
- তিনি এর সঙ্গে প্রসঙ্গ অনুমানকে যুক্ত করেছেন।

প্রসন্নপদা টীকায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়।

এর যৌক্তিক আকার হলো–

- ১.ক হলে খ
- ২.ক নয় খ
- ৩. ক হলো খ এবং খ নয় উভয়েই
- ৪. ক খ নয় আবার অ-খ ও নয়।
- জগতের যে কোন বিষয়ভাবনা চার প্রকারের হলেও বস্তুর প্রকৃত রূপ
- এই চার প্রকার অতিরিক্ত।

নাগার্জুনের তত্ত্ব আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের পদ্ধতির Modus Tollens পদ্ধতির অনুরূপ।

- আধুনিক রূপটি হলো–
- যদি p তাহলে q
- এমন নয় যে q
- সুতরাং এমন নয় যে p